গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডিআইজি ঢাকা রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ ঢাকা

এবং

ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ, মহোদয়ের এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ২০১৮ --- জুন ২০১৯

ডিআইজি ঢাকা রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ ঢাকা
এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্রঃ
(Overview of the performance of DIG Dhaka Range

১.১. সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন ঃ-

১. সন্ত্রাস,জঙ্গিবাদ ও মাদক নির্মুল করা।
২. পুলিশী সেবার গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিডি পুলিশ হেল্প লাইন (BD Police Help Line) চালু করা হয়েছে।
৩. অনলাইন এর মাধ্যমে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দেয়া।
৪. সকল থানার সাথে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনলাইন যোগাযোগ চালু করা।
৫. অপরাধ ও অপরাধীদের দমনের লক্ষ্যে কমিউনিটি পুলিশিং এর মাধ্যমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে সফলতা অর্জন করা।
৬. থানা পর্যায়ে নিয়মিত ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠান এবং জনগণের সমস্যাসমূহ শোনা, পুলিশী স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
৭. ঢাকা রেঞ্জের প্রতিটি জেলা, থানা ও পৌর এলাকায় বিট পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হয়।
৮. স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষকে জঙ্গি, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার করা।
৯. রেঞ্জের জেলা সমূহে মাদক ব্যবসায়ীর তালিকা প্রস্তুত এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।
১০. দ্বন্দ্ব নিরসনের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।
১১. সড়ক দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে মালিক, চালক ও হেল্পারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভাসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
১৩. জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে উইমেন সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা। এছাড়া থানা সমূহে নারী ও শিশু বান্ধব ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

১.২. সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

➢ গতানুগতিক সমস্যা ঃ-

ঢাকা রেঞ্জের জেলা সমূহের জনসংখ্যার তুলনায় অপর্যাপ্ত জনবল, লজিস্টিক সাপোর্ট যথা যানবাহন ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব। আবাসন সমস্যা এবং যুগপযোগী প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।

➢ সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাঃ-

সাম্প্রতিক সময়ে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের ফলে অপরাধের ঝুঁকি সমূহ খুব দ্রুত ট্রান্সন্যাশনাল এবং আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ভাংচুর এখন শুধু বস্তু কেন্দ্রিক বা অবয়ব কেন্দ্রিক নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য দ্বারা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, দৈনন্দিন এবং কৌশলগত কার্যক্রম অচল করা/ভেঙ্গে দেয়ার ঘটনা ঘটছে সাইবার জগতে। দ্রুত সম্প্রসারিত তথ্য সমাজে সংস্কৃতির ওপর আঘাত, আগ্রাসন, অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা ঘটছে ব্যাপক। চুরি, ডাকাতির অস্ত্র, নতুন নতুন ম্যালওয়ার, র‍্যানসমওয়ার, হ্যাকিং পদ্ধতি নিত্য নতুন রূপ ধারন করে আসছে প্রতিদিন। বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ চুরির ঘটনা এটার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। ফলে এতকাল ধরে চলে আসা গতানুগতিক অপরাধ ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষন, পুলিশী তৎপরতা এই যুগে এসে ধাক্কা খাচ্ছে। সুরক্ষিত সীমান্ত, সুরক্ষিত দেয়াল, টহলরত প্রহরী অক্ষম হয়ে পড়ছে এই নতুন ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে। এখন প্রয়োজন হচ্ছে সাইবার ওয়াল, সাইবার প্যাট্রল, সাইবার নিরাপত্তা। জমি দখল, বাড়ী ভাংচুরের মত চ্যালেঞ্জ গুলোর মত মানুষকে দখল বা এজেন্ট সৃষ্টি করা হচ্ছে। অন্তর্ঘাত করে মানুষের মধ্যে বা সমাজে হঠাৎ ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বিতর্ক, দ্বন্দ্ব উত্তেজেনা সংঘাত ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। কক্সবাজারের রামু এবং ব্রাহ্মনবাড়ীয়া নাসির নগরের ঘটনা সেগুলোর বড় উদাহরণ। তাই আজকে রাজপথে টহলের মতই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সাইবার প্যাট্রল। সমাজে দৃশ্যমান নতুন ঝুঁকি চিহ্নিত করার মতই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সাইবার ঝুঁকি চিহ্নিত করা, নতুন ভাবে সৃষ্ট সাইবার ঝুঁকিকে দ্রুত নিয়ন্ত্রন করা। আজকের অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশের জন্য প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী প্রযুক্তি, প্রশিক্ষন, দক্ষ জনবল, বিশেষজ্ঞ এবং আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যা রয়েছে।

বর্তমানে জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্তদের ধর্মের অপব্যাখ্যা বিদ্বেষমূলক প্রচারনা ও জঙ্গীবাদ ছড়ানো হচ্ছে। গত এক বছর ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। রেঞ্জাধীন জেলায়ও জঙ্গি আস্তানার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সমস্যা নিয়ন্ত্রন সমাজের সকল শ্রেনী পেশার মানুষকে সচেতন, উদ্বুদ্ধ করা এবং অংশীদারিত্বমূলক অবদান নিয়ে আসতে হবে। সে ক্ষেত্রে জনগন এবং গণমাধ্যমের সাথে পুলিশী যোগাযোগ এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরিতে ঘাটতি রয়েছে।

১.৩. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ-

১. কার্যকরভাবে অপরাধ দমন ও উদঘাটন করা।
২. আইনের কাঠোর ও ন্যায়সংগত প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
৩. ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার ও অনলাইন সেবার মাধ্যমে দ্রুততর এবং কার্যকরভাবে পুলিশি সেবা প্রদান।
৪. কমিউনিটিং পুলিশীং এবং বীট পুলিশীং ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে সম্প্রসারন করা।
৫. গণমাধ্যমের সাহায্যে ইতিবাচক প্রচারণা বৃদ্ধি করা। নেতিবাচক প্রচারনা গুলো দ্রুত খন্ডানো। নানা ক্ষেত্রেই এডভোকেসি করা যাতে জনগনের দৃষ্টিভঙ্গিঁ, জনমত ইতিবাচক হয়।
৬. রেঞ্জাধীন জেলা সমূহে সাইবার ক্রাইম প্রতিহত করণ, নিয়ন্ত্রণ এবং উদঘাটনকারি ইউনিট সৃষ্টি করা।
৭. রেঞ্জাধীন জেলা সমূহে এ্যাকটিভ ট্র্যাকার সরবরাহ করা হলে জঙ্গী, সন্ত্রাসী, অপরাধীদের অবস্থান নির্ণয়, গ্রেফতার এবং বিচারের জন্য সোর্পদ করা।

১.৪. ২০১৭-২০১৮ বছরে সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ-

১. অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিহত করণ এবং উদঘাটনের মাধ্যমে মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তা দেয়া এবং দেশের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করা।
২. জঙ্গীবাদ নিয়ন্ত্রনে অভিযান জোরদার করা, জনগনকে সম্পৃক্ত করা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৩. মাদক বিরোধী অভিযান জোরদার করা।
৪. রেঞ্জাধীন জেলা সমূহে কল কারখানা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় বিনিয়োগ বান্ধব নিরাপত্তা প্রদান করা।
৫. পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৬. প্রবাসী ও বিদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৭. পরিবেশ বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া।

উপক্রমনিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেস রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

ডিআইজি ঢাকা রেঞ্জ এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল

এর মধ্যে ২০১৮ সালে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ

২.১. রূপকল্প (Vision) ঃ শান্তি, নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন বান্ধব পুলিশী ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

২.২. অভিলক্ষ (Mission)ঃ নিরাপত্তা লাগসই প্রযুক্তির সর্বোত্তম সংগ্রহ, ব্যবহার করা। ডিজিটাল বাংলাদেশের নিরাপত্তা উপযোগী জনবল সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা সেবা প্রদান।

২.৩. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (**Strategic Objectives**)ঃ

১. জন নিরাপত্তা ও জনশৃংখলা সুসংহত করা।
২. সমাজ ও প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে বৈশ্বিক নিরাপত্তা ঝুঁকি পর্যালোচনা এবং পুলিশী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জঙ্গীবাদ দমনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন, জেলাগুলোতে **CTU** গঠন এবং বিশেষ অস্ত্র প্রদান।
৩. নিরাপত্তা কাজে জনগনের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করা।
৪. সামাজিক ও বানিজ্যিক গণমাধ্যমকে সামাজিক শৃংখলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় জনমত গঠনের কাজে ব্যবহার করা।
৫. কার্যকরভাবে অপরাধ দমন এবং অপরাধ উদঘাটনের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অপরাধ তদন্তে দক্ষ, পেশাদার এবং যুগোপযোগী পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা।
৬. মামলার তদন্তের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করণ।

২.৪. আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণ।
২. জনসাধারনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন।
৩. জঙ্গী, সন্ত্রাস দমন ও সচেতনতা বৃদ্ধি।
৪. জেন্ডার বেইজড্ পুলিশীং কার্যক্রম।
৫. পুলিশীং কার্যক্রমে আইসিটি চালু করা।
৬. পরিবর্তনশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উপযোগী প্রযুক্তি, প্রশিক্ষন, দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন সাধন।
৭. স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার জন্য গণ মাধ্যমের সাথে তথ্য প্রবাহ বৃদ্ধি এবং ওপেন হাউজ ডে'র কার্যক্রম বাড়ানো।
৮. নতুন অপরাধ পর্যবেক্ষন, সেগুলো মোকাবেলায় কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ এবং জনগনকে দেয়া নিরাপত্তা সেবার মানোন্নয়ন।
৯. নির্বাচনী পরিবেশ রক্ষা।

২.৫. কার্যাবলী (Functions)ঃ

১. কমিউনিটি পুলিশিং গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিকরণ।
২. সকল শ্রেণী পেশা লোকদের নিয়ে থানা অঙ্গনে ওপেন হাউজ ডে আয়োজন করা।
৩. রেঞ্জাধীন জেলা সমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ে বিট পুলিশিং গঠন ও কার্যক্রম চালুকরণ।
৪. রেঞ্জাধীন জেলা সমূহের প্রতিটি থানায় উইমেন হেল্পডেস্ক স্থাপন।
৫. রেঞ্জাধীন জেলা সমূহের থানায় শিশু বান্ধব অফিসার পদায়ন ও কার্যকর করা।
জেলা পর্যায়ে মিডিয়া অফিসারের দায়িত্ব পদায়ন যাতে গণমাধ্যমগুলো পুলিশের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হয়।
৬. প্রতিটি জেলায় ওয়েব সাইট চালুকরন।
৭. দৃশ্যমান পুলিশিং তথা ফুট পেট্রোল, মোবাইল পোট্রোল, স্ট্র্যাটিক পেট্রোল জোরদার করণ।
৮. রাজপথে অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণে হাইওয়েতে পেট্রোলিং এর ব্যবস্থা।
৯. পলাতক ঘোষিত অপরাধীদের গ্রেফতার ও কোর্টে প্রেরণ।
১০. সংঘবদ্ধ অপরাধ বিশেষ করে মাদক, চোরাচালান, অবৈধ অস্ত্রধারী প্রভৃতি অপরাধীদের তালিকা প্রস্তুত ও তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহন।
১১. জেলা সমূহের প্রতিটি থানায় সার্বক্ষনিক কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে।
১২. ক্রিমিনাল জাষ্টিস সম্পর্কিত সকল ইউনিটের সাথে সমন্বয় ও সহায়তা করণ।
১৩. মানসম্পন্ন তদন্তকরা ও অপরাধ উদঘাটন করণ।
১৪. সন্ত্রাসী কার্মকান্ড মূলক যে কোন ধরনের ঘটনায় প্রতিরোধ, প্রতিহতকরণ এবং উদঘাটন।
১৫. জেলা সমূহের প্রশিক্ষিত কাউন্টার টেরিজম ইউনিট গঠন।
১৬. ভাড়াটিয়াদের তথ্য সংগ্রহে বাড়ির মালিকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও থানা পুলিশের কাছে তথ্য সরবরাহ করণ।
১৭. স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় জঙ্গীবাদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সভার আয়োজন।
১৮. ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে জঙ্গীবাদের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা।
১৯. উইমেন হেল্প ডেস্কে মহিলা পুলিশ মোতায়েন।
২০. বিভাগীয় পর্যায়ে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন।
২১. মহিলা ভিকটিম/আসামীদের অধিকার সংরক্ষণ। এ ব্যাপারে সকল পুলিশকে Sensitive করা।
২২. ক্রিমিনাল রেকর্ড সংরক্ষণ করার জন্য CDMS ব্যবস্থা কার্যকর করা।
২৩. পর্যায়ক্রমে জেলা শহরগুলোকে সিসিটিভির আওতায় নিয়ে আসা।
২৪. ই-লার্নিং এ উদ্বুদ্ধকরণ।
২৫. অপরাধ তদন্তে, অপরাধীকে গ্রেফতারে প্রযুক্তি এবং তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

সংযোজনী-১

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

CDMS- Crime Data Management System.

আইসিটি-ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি।

ই-লার্নিং- ইলেকট্রনিক লার্নিং।

BD- Bangladesh
DR-Daily Report
WCR-Weakly Report
SR-Spacial Report
NCB-National Central Bureau
A Roll-Absconder Roll
B Roll-Bad character Roll
CDR-Call data Record

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০১৮-১৯

(মোট নম্বর- ২০)

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
						লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৮-১৯				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সুচক (চবৎভড়ৎসধহপব ওহফরপধঃড়ৎ)	একক (টহরঃ)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (ডবরমযঃ ড়ভ চও)	অসাধারণ (Excellent) ১০০%	অতি উত্তম (Very Good) ৯০%	উত্তম (Good) ৮০%	চলতি মান (Fair) ৭০%	চলতিমানের নিম্নে (Poor) ৬০%
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	২৪ জুলাই, ২০১৮	২৯ জুলাই, ২০১৮	৩০ জুলাই, ২০১৮	৩১ জুলাই, ২০১৮	০১ আগস্ট, ২০১৮
		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৩ জানুয়ারি, ২০১৯	১৬ জানুয়ারি, ২০১৯	১৭ জানুয়ারি, ২০১৯	২০ জানুয়ারি, ২০১৯	২১ জানুয়ারি, ২০১৯
		সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জনঘণ্টা *	১	৬০	-	-	-	-
কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	৯	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫৫	৫০
			ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত *	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
			ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত **	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০
		উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	০৭ জানুয়ারি, ২০১৯	১৪ জানুয়ারি, ২০১৯	২১ জানুয়ারি, ২০১৯	২৮ জানুয়ারি, ২০১৯
		সিটিজেন্‌স চার্টার বাস্তবায়ন	হালনাগাদকৃত সিটিজেন্‌স চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০
			সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারি, ২০১৯	০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০
		পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি নিশ্চিতকরণ	পিআরএল আদেশ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
			ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৫	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	ব্রডসীট জবাব প্রেরিত	%	০.৫	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
			অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
		স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারি,	১৭	২৮	২৮ মার্চ,	১৫ এপ্রিল,

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সুচক (চবৎভড়ৎসধহপব ওহফরপধঃড়ৎ)	একক (টহরঃ)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (ডবরমযঃ ড়ভ চও)	লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৮-১৯				
						অসাধারণ (Excellent) ১০০%	অতি উত্তম (Very Good) ৯০%	উত্তম (Good) ৮০%	চলতি মান (Fair) ৭০%	চলতিমানের নিম্নে (Poor) ৬০%
						২০১৯	ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২০১৯	২০১৯
			অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ মার্চ, ২০১৯	১৫ এপ্রিল, ২০১৯
		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত	তারিখ	১	১৫ জুলাই	৩১ জুলাই	-	-	-
		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-
		তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-

* জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী উক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।

** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

*** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

সংযোজনী ২ ঃ

ঢাকা রেঞ্জাধীন জেলা পুলিশ এর কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ এবং পরিমাণ পদ্ধতি এর বিবরণ

ক্রঃ নং	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারন মন্তব্য
১	১.১.১ ঃ অপরাধ তদন্ত নিষ্পত্তি	পুলিশ প্রতিবেদনের যোগফল	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	
২	১.১.২ ঃ সনাক্তকৃত অপরাধী	অভিযোগপত্রভুক্ত আসামীর সংখ্যা	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৩	১.১.৩ ঃ গ্রেফতার কার্যক্রম ও গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিল	তামিলকৃত গ্রেফতারী পরোয়ানাসহ অন্যান্য গ্রেফতারের সংখ্যা	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৪	১.১.৪ ঃ সমন জারি ও সাক্ষী হাজিরকরণ	জারীকৃত সমনসহ হাজিরকৃত সাক্ষীর সংখ্যা	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৫	১.১.৫ ঃ বিজ্ঞান ভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্থাপনা	ফরেন্সিক সাইন্স ও সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সংখ্যা	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৬	১.১.৬ ঃ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে গৃহীত কার্যক্রম	উদ্ধারকৃত অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৭	১.১.৭ ঃ উদ্ধারকৃত মাদক দ্রব্যের মূল্য	উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বাজার মূল্য (টাকায়)	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৮	১.২.১ ঃ জন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপ	জন-শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরনে পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রম	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৯	১.৩.১ ঃ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রম	সড়ক দুর্ঘটনার মামলা ও সড়ক ব্যবস্থাপনার প্রসিকিউশন সংখ্যা	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	
১০	১.৩.২ ঃ সড়ক ও মহাসড়কে চলাচলকারী যানবাহনের নিরাপত্তায় গৃহীত কার্যক্রম	সড়ক ও মহাসড়কে যানবাহনের নিরাপত্তায় পুলিশি কার্যক্রম	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	
১১	১.৪.১ ঃ কমিউনিটি পুলিশের কার্যক্রম	কমিউনিটি পুলিশিং এর বিভিন্ন কার্যক্রম	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	
১২	১.৫.১ ঃ মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত প্রশিক্ষণ	মানব সম্পদ উন্নয়নকল্পে প্রশিক্ষণে ব্যয়িত সময়	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	
১৩	১.৬.১ ঃ সাংগঠনিক কাঠামোগত ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কার্যক্রম	নিয়োগকৃত জনবল ও নবসৃজিত পদের সংখ্যা	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	
১৪	১.৭.১ ঃ তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক গৃহীত কার্যক্রম	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেবা গ্রহীতার সংখ্যা	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	
১৫	১.৮.১ ঃ সেবা প্রদানে ব্যয়িত সময়	প্রাক-পরিচিতি, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, পাসপোর্ট ও অন্যান্য ভেরিফিকেশনে ব্যয়িত সময়	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	
১৬	১.৮.২ ঃ সেবা গ্রহীতার সংখ্যা	প্রবাসী, নারী ও শিশু ভিকটিম সেবা গ্রহীতার সংখ্যা	বাংলাদেশ পুলিশ	রেঞ্জাধীন জেলাসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন	

সংযোজনী-৩ ঃ অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের /অধিদপ্তর/সংস্থা-এর নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রত্যাশার মাত্রা উল্লেখ করুন	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত এবং সিজিএম আদালত	পিপি ও এপিপি কর্তৃক মামলা পরিচালনা	রাষ্ট্রপক্ষের মামলা পরিচালনা	রাষ্ট্রপক্ষের মামলা পরিচালনায় আইনী পরামর্শ প্রদান	৯০%	মামলা পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটবে ও মামলা নিষ্পত্তি হবে না
মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর	মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান	দ্রুত সময়ে মতামত প্রদান	মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ মতামত	৭৫%	মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত মামলার বিচার বিলম্বিত হবে
জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল	মেডিকেল রিপোর্ট/পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট	যথাসময়ে রিপোর্ট প্রদান	মামলার ঘটনায় বিশেষজ্ঞ মতামত বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করা ও মামালার গতি প্রকৃতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখা	৭৫%	প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন না হওয়া ও দোষী ব্যক্তি বিচারের সম্মুখীন না হওয়া
বিআরটিএ	দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ির মালিকানা ও ফিটনেস সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়ির মালিক ও যান্ত্রিক ত্রুটি যাচাইকরণ	সড়ক দুর্ঘটনা মামলা তদন্তে বিশেষজ্ঞ মতামত	৭০%	সড়ক দুর্ঘটনায় মামলার ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হবে

আমি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, পিপিএম, ডিআইজি ঢাকা রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা রেঞ্জের প্রতিনিধি হিসেবে ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার), ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরঃ-

(চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, পিপিএম)
বিপি-৬৪৮৯০২০৯৪৬
ডিআইজি, ঢাকা রেঞ্জ
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৫৩০৩৭, ফ্যাক্স: ৯৩৪২০২২।

(ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম-বার)
ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।